জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০:০—

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১১ই আষাঢ় বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 25th June. 1952 | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

ডাক্তার রায়ের "এণ্টিলেফ্‌টিষ্ট্‌ মিক্‌শ্চার"

—•—

সাধারণ নির্ব্বাচনে বামপন্থীরা সকলে মিলেও কংগ্রেস দলের অর্দ্ধেকের বেশী হইতে পারে নাই। সব প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরও এতদিন ডাক্তার রায় দেশের যাহা রকম এবং গতিবিধি বেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এমন প্রেস্‌ক্রিপশন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন যে ইহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ভাষায় "শত্রুণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রানাং মোদনায় চ" অর্থাৎ ইহার দ্বারা বিপক্ষদলের থোঁতা মুখ ভোতা করিয়া দিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে খোস ও আমোদ দেয়, আবার খোস+আমোদ মিশিয়ে খোসামোদ চালায় তাহাদের মনস্কামনা এমনভাবে পূর্ণ করিয়াছেন, যাকে উপকথার ভাষায় "ঘিয়ে খাওয়া দুধে আচানোর" ব্যবস্থা বলা চলে।

বামপন্থী মহাশয়দের অনেকেই তো কিছুদিন আগে কংগ্রেসী ছিলেন, তাদেরও অনেকে বড় বড় গদীতে উপবেশনের আরাম উপভোগ করিতে ছাড়েন নাই, এখন পড়তা খারাপ হওয়ায়, আর বিধি বাম হওয়ায়, বামপন্থী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারাও নিজের পাতে ঝোল টানিতে কসুর করেন নাই। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের রাজত্বেও লোক সুখে ছিল না, ডাঃ বিধান রায়ের রাজত্বেও আরও দুর্গতি ও দুর্নীতির সম্মুখীন হইয়া কষ্টের অবধি নাই। ওদের উপরও লোক খুসী ছিল না, এদের উপরেও খুসী নয়। তার প্রমাণ সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রফুল্ল ঘোষের দলের মাথা মাথা লোকগুলি যেমন 'পপাত ধরণীতলে' তেমনি ডাঃ বিধান রায়ের নামজাদা সপ্তরথী চিৎপটাং হইয়া দেশের লোকের সাময়িক আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। তাহা হইলে এটা বোঝা যায় দেশের লোক ওদেরও চায় না, এদেরও চায় না। ডাক্তার রায় নিজের নির্ব্বাচনী এলাকায় গোটা কত মাথা মাথা লোকের অনুকম্পায় এবং নিজের ষ্টেথিস্কোপ ও থার্ম্মোমিটারী বিদ্যার জোরে হালে পানী পাইয়াছিলেন। প্রফুল্ল ঘোষ নিজের দলের লোকদের বিশ্বাস করিতেন। বিধান রায় কাউকে বিশ্বাস করেন না। কংগ্রেসী বহু মিঞাকে তিনি চিনেন। স্বার্থের জন্য অনেক মিঞাই তাঁহাকে ডুবাইতে পশ্চাৎপদ হইবে না, তাহা তিনি বেশ জানেন। যদি কংগ্রেসী দল তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দুরীভূত করার ব্যবস্থা করে তাই এবার তিনি মন্ত্রিত্ব উপমন্ত্রিত্ব দানের কল্পতরু হইয়া রামা আয়রে, শ্যামা আয়রে, হরে আয়রে, বলে দু'হাতে গদি বিলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কংগ্রেস দলে প্রায় শ দেড়েক সদস্য আছে, তার অন্ততঃ অর্দ্ধেকের উপর একটি বেশী মুঠোর মধ্যে না রাখলে কি জানি কোন্ বিভীষণ উঠে রাবণ বধের পালা গাইতে আরম্ভ করে। সেই কারণে মন্ত্রীতে, উপমন্ত্রীতে, স্পীকারে, উপস্পীকারে, হুইপে, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীতে, বাসওয়ালার, রেশনওয়ালার, কন্‌ট্রাক্টরের স্বজন ইত্যাদিতে সংখ্যাধিক্য রাখিবেন। তিনি ঠিক জানেন—গত নির্ব্বাচনে তাঁর স সে মি রা অবস্থা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাই 'লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন' এই নীতি অনুসারে এই অনশনের দেশে টাকার ভাগবাঁটোয়ারা করিতে একটুকুও লজ্জাবোধ করেন নাই। লজ্জার স্থান নাকি চক্ষু। তিনি এই লুণ্ঠন ফরমিউলা চালাইবার আগে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি লাভের চেষ্টা করিলেন না বলিয়া মনে হয়। আমরা তাঁহার লজ্জা জন্মাইবার আশা করিয়া তাঁহার রুগ্ন চক্ষু নিরাময় হউক, ভগবৎ সমীপে এই প্রার্থনা করি। তিনি যাহাদের স্বজন বলিয়া জানেন, তাহারা সদস্য হউক বা নাই হউক, মন্ত্রিত্ব বণ্টনে তাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই—বলিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অবাক হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের খটকা দূর করার জন্য ৬ পংক্তি প্রাচীন কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

"রতনে রতন চিনে, মূঢ়ে কিবা জানে ?
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ নলিনী—লক্ষণে।
বনে থাকে ভ্রমর, কমল থাকে জলে,
উড়ে এসে মধুপান করে কুতূহলে।
ভেক আর কমল থাকয়ে এক ঠাঁই—
মধুর আস্বাদ তার কিছু জানা নাই।"

যদি দেড়শ কংগ্রেসী সদস্য প্রত্যেকেই মন্ত্রী হইত তবুও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে—ডাঃ রায়ের সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত বাসভবন হইতে তাঁহার খাস চিঠি লিখিবার প্যাডের কাগজে একজন প্রিয়জন প্রয়োজন বোধে নিজের গুরুত্ব বাড়াইবার জন্য চিঠি লিখিবার স্পর্দ্ধা রাখে—এই ব্যাপার পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় সুক্কণী লেহন করিতে করিতে উত্তর দিলেন—আমার চিঠির কাগজে উহার লিখিবার অধিকার নাই—এই পর্য্যন্তই তারপর তার গতায়াত দহরম মহরম সমান চলিতেছে। ডাঃ আর আমেদ মুসলমানদের মধ্যে খয়রাতী টাকার হিসাব যাহারা দেয় নাই সেই সব বণ্টনকারীর (বঞ্চনকারী?) নাম এবং যাহার প্রায় পৌনে এক লক্ষ টাকার হিসাব পাওয়া যায় নাই, উল্লেখ করেন, প্রধান মন্ত্রী মহাশয় কোথায় সেই টাকার জন্য বঞ্চকের স্থাবর অস্থাবর ক্রোক করিয়া দেশের ও দশের টাকার আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন, তা না করিয়া সেই ব্যক্তির পক্ষে সাফাই গাহিলেন—যারা যারা টাকা লইয়াছে তাহারা রসিদ না দিয়া পাকীস্থানে চলিয়া গিয়াছে। মন্ত্রী মহাশয়ের নিজের টাকা হইলে আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন না কি? যিনি ইহা পারেন, তিনি নিজের লোকের মধ্যে মুঠো মুঠো সরকারী টাকা বিলির ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে কবি ঈশ্বর গুপ্ত একটী গান লিখিয়া গিয়াছেন সেই গানটী শ্রবণ করুন, আনন্দ পাইবেন।—

গান

বসন্ত বাহার — আড়খেমটা

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে
রাত পোহান ভার।
হলো পুন্নিমেতে অমাবস্যা
তের প্রহর অন্ধকার।
বেন্দাবনে ব'লে গেল
বামী বোষ্টমী—

একাদশীর দিনে হবে
জন্ম অষ্টমী।
ভাদ্র মাসের ৭ই পৌষে
চড়ক পূজার দিন এবার।
ময়রা বেটী ম'রে গেল
বুকে মেরে শূল,
বামুনপাড়ায় অশৌচ নিয়ে
মাথায় বহে চুল।
বিষ্টি জলে ছিষ্টি ভেসে
পুড়ে হলো ছারখার।
সুয্যি মামা পূর্ব্ব দিকে
অস্তাচলে যায়,
উত্তর দক্ষিণ কোণ থেকে আজ
বাতাস লাগছে গায়।
রাজবাড়ীতে টাটু ঘোড়া
শিঙ হয়েছে দুটো তার।
কলু রামীর ধোপা স্বামী
হাসতেছে কেমন,
একই বাপের পেটে তারা
জন্মেছে দুজন,
কামরূপেতে কাক মরেছে
কাশীধামে হাহাকার।

বদলী

জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা শাসক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় কলিকাতায় পুনর্ব্বসতি বিভাগে বদলী হইয়া গিয়াছেন।

নূতন মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ আই-এ-এস মহোদয় মহকুমার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা নবাগত মহকুমা শাসককে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কলে হাত চাপা পড়িয়া মৃত্যু

কিছুদিন পূর্ব্বে জঙ্গিপুরের হাজি মওলাবক্স সাহেবের তেল কলের কর্ম্মচারী মির্জ্জাপুর নিবাসী কানাইলাল সাহার হাত কলে চাপা পড়ায় সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে বহরমপুর হাসপাতালে লইয়া যায়, সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় হাজি সাহেব করিয়াছেন।

জমি বিক্রয়

সদর রাস্তার উপর আমাদের নিজ বসত বাটীর বৈঠকখানা ঘরের উত্তর সংলগ্ন খালি জায়গা বিক্রয় করিব। অনুসন্ধান করুন। ইতি—
শ্রীঅমিয়মোহন রায়, শ্রীঅনিলমোহন রায়,
শ্রীগৌরাঙ্গবল্লভ রায়। রঘুনাথগঞ্জ।

জঙ্গীপুর কলেজ

(গভর্ণমেণ্ট পরিকল্পিত)
জিলা—মুর্শিদাবাদ

সুদক্ষ অধ্যাপকমণ্ডলী। ব্যাপক টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা। হষ্টেলের সুবন্দোবস্ত। হষ্টেলের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা ষ্টাইপেণ্ড্। স্বাস্থ্যকর স্থান। বাস্তহারা যোগ্য ছাত্রদের জন্য সুযোগ সুবিধা। প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি। প্রচুর কন্‌সেশান ও ষ্টাইপেণ্ড্ দেওয়া হয়। আই, এ; আই, কম্ ও আই, এস্-সি ক্লাসে ভর্ত্তি চলিতেছে।

স্বামী না আসামী

গিন্নী—তুমি আমার সামনে এসো না! দূর হও। কত লোক কত ক'রে নিলে—মেনী মুখো, একবার গিয়ে একটা পেন্নাম ক'রে বল্লেই হতো।

কর্ত্তা—সব জোয়ান জোয়ান দেখে নিয়েছে। বুড়োদের নেয়নি।

গিন্নী—মিথ্যাবাদী! সরকার বুড়ো ব'লে যাদের আধা খোরাকে বিদায় দিয়েছে, তাকেও নিয়েছে।

কর্ত্তা—মেয়ে ছেলে হ'লে হয় তো হতো।

গিন্নী—গাধুরাম! আমি তো মেয়ে মানুষ, আমায় খবর দিসুনি কেন?

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই আগষ্ট ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

২৪২ থাং ডিঃ আবদুল হক বিশ্বাস দিং দেং সুবাসিনী দেবী দাবি ৯৯৷৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর দফরপুর ৪-২৩ শতকের কাত ১৭৷৵০ আঃ ৯৩৲ খং ৯৭

২৪৩ থাং ডিঃ ঐ দেং আব্বাস আলি বিশ্বাস দাবি ২৮৷৵৯ মৌজাদি ঐ ২-৬৩ শতকের কাত ৩।০ আঃ ২২৲ খং ৬০

২৪৪ থাং ডিঃ ঐ দেং কানাইলাল রায় দাবি ৭।৵৯ মৌজাদি ঐ ২-২১ শতকের কাত ৷৵০ আঃ ১৲ খং ৭৫

২৪৫ থাং ডিঃ ঐ দেং কালীপদ সিংহ দিং দাবি ৪১৷৵৬ মৌজাদি ঐ ৪-৫ শতকের কাত ৭।০ আঃ ৩৫৲ খং ৭২

২৪৬ থাং ডিঃ ঐ দেং কানাইলাল রায় দিং দাবি ৯৯৵৩ মৌজাদি ঐ ১০-১৮ শতকের কাত ১৮।০ আঃ ৯২৲ খং ৬৯

২৪৭ থাং ডিঃ ঐ দেং গোবিন্দলাল দাস দিং দাবি ৩৩।৵৬ মৌজাদি ঐ ২-৭৬ শতকের কাত ৫।৵০ আঃ ২৭৲ খং ৩৫

২৪৮ থাং ডিঃ ঐ দেং অভয়াসুন্দরী দেবী দাবি ১৬৷৵৬ মৌজাদি ঐ ৩-৫ শতকের কাত ২৷৵০ আঃ ১৪৲ খং ৫৭

২১৩ থাং ডিঃ সেবাইত ও স্বয়ং মণিমোহন চৌধুরী দেং পাঁচুগোপাল মিত্র দিং দাবি ১৬৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নিস্তা ২-২০৸০ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ৬৫৭ রায়ত স্থিতিবান

২১৪ থাং ডিঃ ঐ দেং লাটু মণ্ডল দাবি ২০।৵৯ মৌজাদি ঐ ৩-৬৭ শতকের কাত ১১।৵২৷০ আঃ ১০৲ খং ৫৭, ৩২৭ ঐ স্বত্ব

২১৫ থাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল কায়েম বিশ্বাস নাবালক পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং ফুলবাস বিবি দিং দাবি ২৬৷৵০ মৌজাদি ঐ ১১৪ শতকের কাত ৩৵০ আঃ ১০৲ খং ২৬৩ ঐ স্বত্ব

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

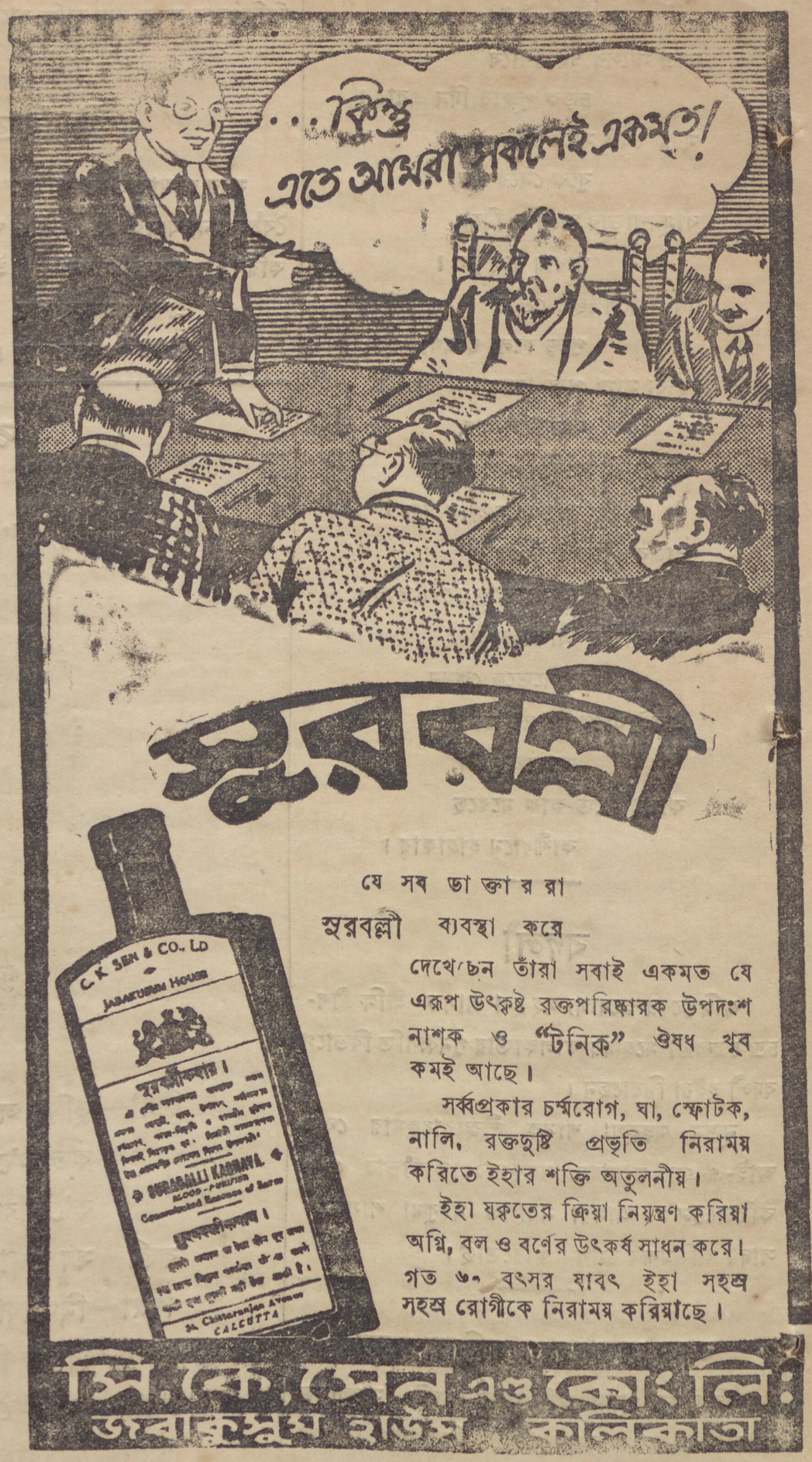

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত